ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার বিষয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন (সুপারিশমালাসহ)-এর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর মতামত

সূত্রঃ প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদের নম্বর	বিবেচ্য বিষয়	যুক্তিসহ মতামত
৩.১.৬ (ঞ) ৫: ক: ৯	দুর্নীতি, হয়রানি ও করফাঁকি; জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার সংস্কৃতি বিকাশ মানবসম্পদ, দক্ষতা, মান, পারফরমেন্স বৃদ্ধি ও শুদ্ধাচার চর্চা	রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়টি খসড়া প্রতিবেদনের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হলেও এই প্রতিবেদনে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রস্তাবিত বিষয়াবলি বিবেচনা করে যেতে পারে– • স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে প্রতিবেদনে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রাখা; • স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত নীতিসহ সুনির্দিষ্ট কাঠামো/প্রক্রিয়া প্রস্তাব করা। এক্ষেত্রে, কানাডা রেভিনিউ এজেন্সির Code of Integrity and Professional Conduct[1] বিবেচনা/পর্যালোচনা করা যেতে পারে; • আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। উল্লেখ্য, দুদক সংস্কার কমিশন প্রদত্ত এই সুপারিশের ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৩০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৭টি দল ও জোট একমত হয়েছে। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে এনবিআর দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) এ সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। উপরিউক্ত আইন প্রণয়নের পূর্বে দুদক যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই এনবিআর থেকে পেত, এই আইন প্রণয়নের পর, তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে; • সরকারি হিসাবসমূহে প্রাপ্য সকল রাজস্ব ও রাজস্বপ্রাপ্তি মহা হিসাব নিরীক্ষক অডিট করতে পারবেন। এরূপ বিধান নিশ্চিত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।
৪.৪ ৫: ক: ৯	রাজস্ব নীতি প্রণয়ন বিভাগ সৃষ্টি রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও প্রণীত নীতি বাস্তবায়নার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সরকারের বিভাগ মর্যাদায় একটি শক্তিশালী বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করতে হবে	রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিদ্যমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকেই বিভাগ পদমর্যাদায় উন্নীত করে শুধু রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও “রাজস্ব নীতি প্রণয়ন বিভাগ” নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু এর জনবল কাঠামো কি হবে, তা বলা হয়নি। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার কমিটির অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন বিবেচনায় নিলে দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আদায়ে অভিজ্ঞ বা বিদ্যমান রাজস্ব বোর্ডের অভিজ্ঞ লোকবল থেকেই নিয়োগের সুপারিশ রাখা হয়েছিলো। কিন্তু রাজস্ব নীতি প্রণয়নে আদায় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা জরুরি হলেও এর সাথে নীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও

[1] Canada Revenue Agency (CRA): Code of Integrity and Professional Conduct https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/crrs/wrkng/cdtgrtyprfcndct-eng.pdf

সূত্রঃ প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদের নম্বর	বিবেচ্য বিষয়	যুক্তিসহ মতামত
		অভিঘাত বিশ্লেষণ, সামষ্টিক অর্থনীতি এবং বাণিজ্যিক বাস্তবতা, আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জরুরি। এক্ষেত্রে নতুন বিভাগ তৈরিতে এবং সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মিশেলে মানবসম্পদ কাঠামো বিন্যাস করতে হবে। যাতে নতুন নীতি বিভাগটি একটি সত্যিকারের বিশেষায়িত বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। যেটি রাজস্ব খাতের নীতিসংস্কার প্রক্রিয়াকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নেতৃত্বদানের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। রাজস্বনীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক বণ্টনসহ বিভিন্ন বিষয়ের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাই বাংলাদেশে রাজস্ব নীতি প্রণয়নে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণে দেশের ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, অর্থনীতিবিদ, প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব এবং নাগরিক সমাজের মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ সংগ্রহের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। একইভাবে আর্ন্তজাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজস্ব আদায়কারী বিভাগটিকে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতপূর্বক স্বতন্ত্র সংস্থা বা এজেন্সি হিসেবে পরিচালনা করা প্রয়োজন, যাতে তা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবের আওতামুক্ত থাকে। এর বাইরে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নীতি দুইটি বিভাগের মধ্যকার সমন্বয় নিশ্চিতে একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল ও তদানুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল প্রণয়নও জরুরি। যাতে নীতি প্রণয়ন ও মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়নে দ্বন্দ্ব তৈরি না হয় এবং রাজস্ব তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণে দুটি বিভাগই একযোগে একই লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।
৫: ক: ১১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্মানিত করদাতাদের প্রতি প্রদত্ত করসেবা ও করসংক্রান্ত প্রচার	• করদাতাকে প্রদত্ত অধিকার ও দায়িত্ব-সম্পর্কিত নাগরিক সনদ/চার্টার প্রণয়নে কানাডা রেভিনিউ এজেন্সি কর্তৃক জারিকৃত Tax payer bill of rights[2] পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের নাগরিক সনদ একদিকে করদাতার অধিকার নিশ্চিত করে, অন্যদিকে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পালনীয় নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। • কর সেবাসংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য টোল-ফ্রি হটলাইন প্রচলন করা যেতে পারে।
৫: ঙ:	রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নীতি বিভাগের অটোমেশন কার্যক্রম	খসড়া প্রতিবেদনে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য অটোমেশনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং বিদ্যমান সিস্টেমসমূহের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়েছে। একইসাথে রাজস্ব আহরণ গতিশীল, নিরাপদ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণসহ করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তদুপরি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার অটোমেশনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে–

[2] Canada Revenue Agency (CRA): Tax Payer Bill of Rights
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pub/rc4417/rc4417-12-13e.pdf

সূত্রঃ প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদের নম্বর	বিবেচ্য বিষয়	যুক্তিসহ মতামত
		• রাজস্ব ব্যবস্থায় অটোমেশন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। যাতে নীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ দুটি, সমন্বিত ব্যবস্থার সুফল যথাযথভাবে পেতে পারে এবং করদাতার সংশ্লিষ্ট তথ্যের সুরক্ষার পাশাপাশি উক্ত তথ্য এবং সরকারি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। • অটোমেশন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) ও ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক দুটি পারস্পরিক সহযোগী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। আইটি বিভাগ সার্বিক ডিজিটালাইজেশন/অটোমেশনের কাজ করবে এবং ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তথ্য-উপাত্তভিত্তিক গবেষণায় ("বিগ ডেটা" ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ এবং বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার রোধসহ করের আওতা বাড়ানোর নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা) বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করবে। • অটোমেশনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতিপূর্বে অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেগুলো সফলতার মুখ দেখেনি। প্রকল্পগুলো কেন ব্যর্থ হয়েছে, স্বচ্ছতার স্বার্থে তার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন, প্রকল্পগুলো বাস্তবভিত্তিক কি-না, ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে কি-না, প্রকল্পের দায়িত্ব যোগ্যতম ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে কি-না ও এক্ষেত্রে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের যথোপযুক্ত সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়েছে কি-না এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নজরদারি-কাঠামো বিদ্যমান রাখা হয়েছে কি-না। • জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অটোমেশনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ই-ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ইউনিট, উৎস কর ব্যবস্থাপনা ইউনিটসহ নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে নতুন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নতুন জনবল নিয়োগপূর্বক পৃথকভাবে আইসিটি সেল (আয়কর), আইসিটি সেল (মূসক) এবং আইসিটি সেল (কাস্টমস) গঠনের যৌক্তিকতা আদৌ আছে কি-না, তা বিবেচনার দাবি রাখে। নতুন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজনের আগে আইসিটি খাতের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান/ইউনিটগুলোর কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে হবে। • রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সার্বিক অটোমেশন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের নেতৃত্ব তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করতে হবে। • রাজস্ব বিশেষজ্ঞ, আইটি বিশেষজ্ঞ এবং প্রাইভেট সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা এবং দেশীয় বাস্তবতা অনুসরণ করে রাজস্ব ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অটোমেশন-প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহসহ দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ও কারিগরি সহায়তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। বৈদেশিক ঋণনির্ভর

সূত্রঃ প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদের নম্বর	বিবেচ্য বিষয়	যুক্তিসহ মতামত
		প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দেশীয় স্বার্থ এবং একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষকরে এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থায়ী নির্ভরশীলতার ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও খাত-সংশ্লিষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং তদারকি প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। অটোমেশন-প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার জন্য সংগতিপূর্ণ নীতিকাঠামো তৈরি এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কার-পরবর্তী প্রতিরোধ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বপ্রসূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫: ক: ১৪	করদাতা, সমাজ ও জনদৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রশাসনিক/আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে এনবিআর ও এর কর্মকর্তাদের ইতিবাচক স্ট্যাটাস/অবস্থান ও প্রভাব আরো উচ্চতায় উন্নীত করা	এটি কেন প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। এটি কীভাবে করা হবে, তার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। করদাতা, সমাজ ও জনদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এনবিআর ও কর্মকর্তাদের স্ট্যাটাস বা অবস্থানের সম্পর্ক পরিষ্কার হয়নি। সেবার গুণগত মান, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার সাপেক্ষে এ ধরনের প্রস্তাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার কার্যকর প্যাকেজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
৫: ক: ১৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রস্তাবিত সংস্কার/আধুনিকায়নে সাত থেকে আট হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে	এই প্রাক্কলন কীভাবে করা হলো তা স্পষ্ট নয়; সংস্কার ও আধুনিকায়নের সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক প্রাক্কলন সাপেক্ষে এরূপ প্রস্তাব করা উচিত।
৫. ঘ. ৮: ১.৯	আয়কর অব্যাহতি– বিশেষকরে মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগির খামারকে প্রদত্ত আয়কর অব্যাহতি-সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখঃ ০১/০৬/২০২২ বাতিল করা	এখানে মূল সমস্যা হচ্ছে, এ সংক্রান্ত অপব্যবহার চিহ্নিত করতে না পারা। এর জন্য ঢালাওভাবে এসব খাতে কর অব্যাহতি বাতিল করা সমাধান নয়। বরং কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এসব সুবিধা অপব্যবহার করছে, তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হলেও, খসড়া প্রতিবেদনে না থাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংস্কার বিষয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির সুবিবেচনার জন্য আলাদাভাবে প্রদান করা হলো–

ক্রমিক	সুপারিশ	ব্যাখ্যা
১.	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার বন্ধে এনবিআরের সক্ষমতা বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত লোকবলসহ বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করতে হবে। অর্থ পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল	গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) ২০২১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৯-২০১৮ সময়কালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে বিশেষকরে, আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং, মাল্টি-ইনভয়েসিং, ফলস ডিক্লারেশন, ওভার-শিপমেন্ট, আন্ডার শিপমেন্ট ও ফ্যান্টম শিপমেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৮.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়েছে। যার পরিমাণ পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বেড়েছে। এনবিআর এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা তাদের আগ্রহ ও সক্ষমতার অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে সন্দেহজনক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

	ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)–এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।	অনুসন্ধান পরিচালনায় প্রশিক্ষিত জনবলসহ একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে।
২.	একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে করদাতার সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা।	করফাঁকি, আয় গোপন ও অর্থ পাচার রোধে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩.	সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার।	উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অন্যতম কারণ কোম্পানি মালিকানার চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর গোপনীয়তার সুযোগ। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম, বিশেষকরে করফাঁকি ও অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপালন সহজতর হবে। এ আইনি সংস্কারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
৪.	রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা।	এনবিআর, দুদক ও নির্বাচন কমিশন সমন্বিতভাবে নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
৫.	বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা।	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এর মাধ্যমে এনবিআরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সহজতর হবে বিধায় এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারে এনবিআরকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।
৬.	আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে CRS (Common Reporting Standards) ও MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) এ অন্তর্ভুক্তি।	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards–এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে। করফাঁকি ও অর্থ পাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters–এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS)-এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।] অবিলম্বে Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information and Intended First Information Exchange Data–তে অন্তর্ভুক্তির জন্য এনবিআর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৭.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরি থেকে বহিষ্কার ও ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অতিদ্রুত সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন তদন্ত বা গোয়েন্দা এজেন্সির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করে ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ করতে হবে।

৮.	দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও ফোকাল পারসন নির্ধারণ।	সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে এনবিআর, সিআইডি, বিএফআইইউ, নিবন্ধন অধিদপ্তরসহ যে-সকল এজেন্সির সহযোগিতা প্রতিনিয়ত দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন হয়, সেসব এজেন্সিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশে দুদককে সহযোগিতার জন্য ফোকাল পারসন নির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে এনবিআরকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।
৯.	উচ্চমাত্রার দুর্নীতি তদন্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকসহ বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন।	উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতি, বিশেষত অর্থ পাচার তদন্তের ক্ষেত্রে প্রতিটি অভিযোগের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

* ৩-৯ নং সুপারিশ দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন এবং জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অর্জিত ঐক্যমত্যের আলোকে অন্তর্ভুক্ত।